ভোরের কাগজ

তারিখ 20 DEC 2005
পৃষ্ঠা 7

ফেনীতে হঠাৎ প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার কেন্দ্র পরিবর্তন, শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি

ফেনী প্রতিনিধি : ফেনীতে শেষ মুহূর্তে হঠাৎ করে বৃত্তি পরীক্ষার কেন্দ্র পরিবর্তনের ফলে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মারাত্মক ভোগান্তিতে পড়তে হয়েছে। বেশিরভাগ পরীক্ষার্থীর আসন খুঁজে পেতে দেরি হওয়ায় নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে তারা লেখা শুরু করে। পরীক্ষা ভালো না হওয়ায় এসব পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা হলের মধ্যে কান্নায় ভেঙে পড়েন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গতকাল সোমবার সারা দেশের মতো ফেনীতেও প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা শুরু হয়। গতকাল সকালে ছিল বাংলা পরীক্ষা। ফেনী পৌর এলাকার ২৬টি স্কুলের ৫৮৫ জন পরীক্ষার্থীর আসন ফেনী পাইলট হাই স্কুল কেন্দ্রেই পড়ার কথা ছিল। কিন্তু গতকাল সকালে এরা পরীক্ষা কেন্দ্রে আসার পর জানতে পারে শহর থেকে এক কিলোমিটার দূরে জিএ একাডেমি স্কুলে এদের আসন বিন্যাস করা হয়েছে। তখন সময় ছিল না হাতে। হুড়োহুড়ি করে এসব পরীক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকরা ছুটতে থাকে জিএ একাডেমির উদ্দেশে। পথে রিকশা পেতে এবং বেশকিছু পথ হেঁটে যেতে আরো সময় ... এরা যখন নতুন কেন্দ্রে পৌঁছে তখন পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে। এদের কেন্দ্রে গিয়ে আসন খুঁজতে আরো প্রায় ২০/২৫ মিনিট চলে যায়। সারাংশ শিশুরা এসময় কান্না জুড়ে দেয়। সঙ্গে তাদের মায়েরাও শুরু করেন কান্নাকাটি। শেষমেষ পরীক্ষা দিতে পারলেও এদের পরীক্ষা ভালো হয়নি। নাম প্রকাশ না করার শর্তে অভিভাবকরা জানান, আগে থেকে এ ব্যাপারে ঘোষণা দেওয়া হলে আমরা এমন ভোগান্তিতে পড়তাম না।

এ ব্যাপারে শহরের একটি ঐতিহ্যবাহী স্কুলের একজন শিক্ষক জানান, রোববার দুপুর ২টার দিকে আমাদের কাছে আসা চিঠিতে জানতে পারি কেন্দ্র পরিবর্তনের কথা। কিন্তু সে সময় আমাদের স্কুলের ৮৭ জন পরীক্ষার্থীকে এ খবর জানানো সম্ভব ছিল না। তবু আমরা যে কজনকে সম্ভব হয়েছে জানিয়েছি। এ বিষয়ে জানতে গতকাল সোমবার দুপুর ১২টার দিকে প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে গেলে সেখানে অফিস পিয়ন ছাড়া আর কাউকে পাওয়া যায়নি।

এ ব্যাপারে পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ শহিদুল্লাহ সাংবাদিকদের জানান, পাইলট হাইস্কুল কেন্দ্রেই সব পরীক্ষার্থীর জন্য আসনের ব্যবস্থা করার কথা ছিল। কিন্তু ফেনী কলেজের বেশকিছু বেঞ্চ ব্যবহারের অনুপযোগী হওয়ায় নতুন কেন্দ্রে পৌর এলাকার পরীক্ষার্থীদের আসন বিন্যাস করা হয়। তিনি বলেন, সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর মাঝে শুক্র ও শনিবার ছুটি থাকায় চিঠি পেতে বিলম্ব হয়। ফেনীর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) রশিদ আহমদও বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, সিদ্ধান্তটি আরো আগে নিয়ে সবাইকে জানিয়ে দিলে ভালো হতো। এরূপ পরিস্থিতি এড়াতে কেন্দ্রে মাইকিংয়ের ব্যবস্থাও করা যেতো। তবে তিনি বলেন, অল্পকিছু পরীক্ষার্থী একটু সমস্যায় পড়েছে। বাকিরা ভালোভাবেই পরীক্ষা দিয়েছে।